Research Journal of Language, Literatureand Humanities _____ISSN 2348-6252
Vol. **12(3),** 31-34, June **(2025)** *Res. J. Lang. Lit. Humanities*

কালিদাসের সাহিত্যে অভিশাপ:এক নৈতিক ও দার্শনিক বিশ্লেষণ

Curse in Kālidāsa's Literature: A Moral and Philosophical Analysis

Shantanu Das
Sate Aided College Teacher, Department of Sanskrit, Nagar College, Nagar, Murshidabad, West Bengal, India
shantanudas497@gmail.com

Available online at: www.isca.in, www.isca.me
Received 2nd April 2025, revised 22nd May 2025, accepted 18th June 2025

Abstract

ভারতীয় সাহিত্য পরম্পরায়অভিশাপ একটি চিরায়িত ভাবনা।বেদ, আর্ষকাব্য প্রভৃতিতে অভিশাপ প্রসঙ্গ লক্ষ করা যায়। লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের কবিগণ সেই ধারাকে অব্যাহত রেখে তাঁদের সাহিত্যে অভিশাপের অবতারণা করেছেন। মহাকবি কালিদাসও সেই পথকে অনুসরণ করেছেন। তাঁর সাহিত্যকর্মে প্রেম, প্রকৃতি, তপস্যা, সৌন্দর্য এবং মানবজীবনের চিরন্তন সত্যগুলি নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।তাঁর সাহিত্যের চরিত্রগুলি দোষে-গুণে গড়া। কিন্তু তিনি দোষকে প্রশ্রয় দিয়ে দুঃখের পরিণতির মধ্য দিয়ে কাব্যের ইতি টানেননি, বরং চিত্তসংস্কার সাধন ও আত্মশুদ্ধির দ্বারা চরিত্রগুলিকে নির্মল করে কাব্যের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। তাই তাঁর সাহিত্যে বারবার অভিশাপের প্রসঙ্গ এসেছে। কালিদাসের সাহিত্যে অভিশাপ চরিত্রের কর্মফল, নৈতিক শিক্ষা এবং জীবনের অনিত্যতারূপ দার্শনিক ভাবনা প্রকাশ করে।কবি শাপগ্রস্তের শাপমুক্তি ঘটিয়ে আনন্দ লাভ করেছেন। শাপ যেন কবির কাব্যে অভিশাপ নয় বরং আশীর্বাদ স্বরূপ, নায়ক-নায়িকার অক্ষয় মিলনের সোপান। তাই কালিদাসেরসাহিত্যেঅভিশাপের বিশেষত্ব রয়েছে। সেই অভিশাপের নৈতিক ও দার্শনিক তাৎপর্য অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের যাত্রা।

Curse is a perennial concept in India literary tradition. The Subject of Course can be seen in the Vedas, Arsakavya etc. The poets of classical Sanskrit literature have continued that trend and introduced curses in their literature. The greate poet Kālidāsa also followed that path. Love, nature, penance, beauty and the eternal truths of human life have been reflected in his literary works in various ways. The characters in his literature are made up of faults and virtues. But he did not end his work with the consequences of sorrow by indulgence in faults, but rather decleared the end of his work by purifying the characters through mental reformation and self-purification. Therefore, the subject of curse has repeatedly appeared in his literature. In Kālidāsa's literature, curse express the results of character's actions, moral lessons and philosophical thought of the impermanence of life. The poet has found joy in freeing the cursed from the curse. Curse in not a curse in the Kālidāsa's literarure but a blessing, a stepping stone to the inexhaustible union of the hero and heroine. Therefore, curse have a special place in Kālidāsa's literature. This article's journey is aimed at exploring the moral and philosophical significance of that curse.

Keywords:কালিদাস, অভিশাপ, শাপমুক্তি, চরিত্র, নৈতিক শিক্ষা, দার্শনিক তাৎপর্য।Kālidāsa, curse, liberation from curse, character, moral education, philosophical significance.

ভূমিকা

মহাকবি কালিদাস তাঁর অমর সৃষ্টির দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্যকে এক সাম্মানিক পদে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তাঁর সাহিত্যকীর্তির জন্য তিনি বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উচ্চাসন লাভ করেছেন। কিন্তু মহাকবি নিজের জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব থেকেছেন। আর্যাবর্তের কোন পুণ্যক্ষেত্রে কোন পবিত্র কুল অলংকৃত করে বিশ্ববিশ্রুত এই মহাকবি আবির্ভূত হয়েছিলেন তা এখনও রহস্যাবৃত। মহাকবির আবির্ভাব কাল নিয়ে মতপার্থক্য যে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে[1]।ভারতবর্ষে বিক্রমাদিত্যের সভাকবি হিসেবেই কালিদাসের পরিচয় সমধিক স্বীকৃতি পেয়ে আসছে[2]। অধিকাংশ পাশ্চাত্য গবেষক ও আধুনিক পণ্ডিতবর্গের ধারণা যে কালিদাস গুপ্তযুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয়নি। তবে কালিদাসের কাল সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে তিনি খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতকের পূর্ববর্তী ছিলেন।মহাকবি কালিদাস যেভাবে স্বীয় প্রতিভা বলে সংস্কৃত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তা অনবদ্য। কালিদাসের নামে বহু গ্রন্থ প্রচলিত আছে। তবে সাতটি সাহিত্যকৃতিকে সকল পণ্ডিতবর্গ কালিদাসের রচনা হিসেবে নিশ্চিতভাবে স্বীকার করেছেন। এগুলি হল – *রঘুবংশ* ও *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যদ্বয়, *মেঘদূত* ও *ঋতুসংহার* গীতিকাব্যদ্বয় এবং *মালবিকাগ্নিমিত্র*, *বিক্রমোর্বশীয়* ও *অভিজ্ঞানশকুন্তল*নাটকত্রয়। ভারতীয় সাহিত্যে অভিশাপ একটি চিরায়িত ভাবনা। বৈদিক যুগের ঋষিদের অভিশাপে একটি অলৌকিক শক্তি ছিল যা নৈতিক বিচ্যুতির প্রতিক্রিয়ায় প্রয়োগ করা হতো।

রামায়ণ, *মহাভারত* ও *পুরাণ* প্রভৃতি সাহিত্যেও অভিশাপ একটি নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা। ভারতীয় সাহিত্যের এই ধারাকে অব্যাহত রেখেই হয়তো মহাকবি কালিদাস তাঁর সাহিত্যেও অভিশাপের প্রসঙ্গ নিয়ে

এসেছেন। তবে সেগুলিকে তিনি কাব্যিক ও নাটকীয় রূপে রূপান্তরিত করেছেন, যেখানে অভিশাপ শুধুমাত্র শাস্তি নয় চরিত্রকে কালিমামুক্ত করে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার একটি যথোপযুক্ত উপায়। তাঁর কাব্য ও নাটকে যে অভিশাপ রয়েছে তা রূপক মাত্র। এই রূপকের মধ্যে রয়েছে নৈতিক মূল্যবোধ ও দর্শন ভাবনা। নীতিকথা ও দার্শনিক ভাবনা সরাসরি সকল মানুষের বোধগম্য হয় না। কিন্তু কাব্য বা নাটকে রূপক ও সংকেতের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ভাবনাগুলি সকল মানুষের মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করে। সুতরাং মহাকবি কালিদাসের সাহিত্যে অভিশাপেরআখ্যান পর্যালোচনা করলে নৈতিক ও দার্শনিক ভাবনাগুলি প্রকটিত হবে।

অভিশাপ শব্দটি 'অভি' পূর্বক 'শপ্' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন। সংস্কৃত 'শপ্' ধাতুটি দুটি অর্থে প্রয়োগ করা হয়। একটি হল আক্রোশ প্রকাশ করা এবং অপরটি হল শপথ করা। *শব্দকল্পদ্রুম*-এ বলা হয়েছে "শপ্ স্বীকারঃ, শপথঃ। অনৃতং বদন্ ঘোরং নরকং যাস্যামি ইত্যেবং রূপং মিথ্যানিরসনম্। সত্যাবধারণম্"[3]।

সুতরাং 'শপ্' ধাতু থেকে সৃষ্ট 'শাপ' শব্দের মধ্যে মিথ্যানিরসন ও সত্যাবধারণ অর্থ আছে। কালিদাসের কাব্য-নাটকে বর্ণিত অভিশাপগুলিতে একথার সমর্থন পাওয়া যাবে। অভিশাপের দ্বারাই অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য উন্মোচিত হয়েছে। তাই অভিশাপই অভ্যুদয়ের কারণরূপে আবির্ভূত হয়েছে। ভারতীয় সাহিত্য পরম্পরায় অভিশাপের প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। *ঋগ্বেদ*-এ ও *অথর্ববেদ*-এ কিছু কিছু জায়গায় অভিশাপস্বরূপ মন্ত্র পাওয়া যায়। এগুলি সাধারণত শত্রু বিনাশ, রোগ বিনাশ বা অনিষ্ট প্রতিরোধের জন্য ব্যবহৃত হতো। তবে *রামায়ণ, মহাভারত* ও *পুরাণ*-এ অভিশাপের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। *রামায়ণ* মহাকাব্যের সূচনার নেপথ্যে ব্যাধের প্রতি মহর্ষি বাল্মীকির অভিশাপ[4] বাণীই প্রধান ভূমিকা পালন করেছে যা প্রায় সর্বজনবিদিত। এছাড়াও মূল *রামায়ণ*-এ অনেকবার অভিশাপের প্রসঙ্গ এসেছে। যেমন –বালকাণ্ডের অষ্টচত্বারিংশৎ অধ্যায়ে অহল্যার শাপ, কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের সপ্তদশ অধ্যায়ে বালির অভিশাপ ইত্যাদি। এভাবে *মহাভারত*-এ অনেক জায়গায় অভিশাপের প্রসঙ্গ এসেছে। যেমন – বনপর্বের অষ্টত্রিংশৎ অধ্যায়ে পরশুরাম কর্তৃক কর্ণকে শাপ প্রদান, স্ত্রীপর্বের পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে গান্ধারীর কৃষ্ণকে শাপ, সৌপ্তিকপর্বের ষোড়শ অধ্যায়ে কৃষ্ণ কর্তৃক অশ্বত্থামার প্রতি শাপ, বনপর্বের চতুশ্চত্বারিংশৎ অধ্যায়ে উর্বশীর অর্জুনকে শাপ, বনপর্বের নলদময়ন্তীর কাহিনীতে কালীপক্ষের অভিশাপ প্রভৃতি। আবার *ভাগবতপুরাণ, শিবপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ* প্রভৃতি *পুরাণ*-এ অভিশাপের কথা রয়েছে। যেমন – *ভাগবতপুরাণ*-এর সপ্তম স্কন্ধের দশম অধ্যায়ে নারদ মুনির ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাদের প্রতি অভিশাপ, *শিবপুরাণ*-এ নন্দীশ্বর কর্তৃক ব্রাহ্মণদের শাপ ইত্যাদি।

মহাকবি কালিদাসের সাহিত্যে বর্ণিত অভিশাপগুলি কখনো মূল বৃত্তান্ত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, কখনো বা স্বীয় প্রতিভার আলোকে অবশ্যসংযোজ্য হিসেবে কবি অভিনব বৃত্তান্তের মাধ্যমে নিজের কাব্যে অভিশাপের প্রসঙ্গ এনেছেন। কালিদাসের যেসব কাব্য-নাটকে অভিশাপ বর্ণিত হয়েছে সেগুলি নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হল।

কুমারসম্ভব: এই মহাকাব্যে দেখা যায় ইন্দ্রের আদেশে কামদেব শিবের সমাধি ভঙ্গের জন্য উপস্থিত হন। কামদেব তাঁর পঞ্চশরের প্রয়োগে ধ্যানমগ্ন শিবের মনোযোগ ভাঙতে চায়। কিন্তু ক্ষুব্ধ শিবের তৃতীয় নেত্রের অনলে কামদেব মদন ভস্মীভূত হন। কামদেবের ভস্মের কারণ যে প্রজাপতি ব্রহ্মার অভিশাপ সেকথা আকাশবাণীতে বলা হয়েছে –

অভিলাষমুদীরিতেন্দ্রিয়ঃ স্বসুতামকরোত্ প্রজাপতিঃ।
অথ তেন নিগৃহ্য বিক্রিয়ামভিশপ্তঃ ফলমেতদন্বভূত্।।[5]

রঘুবংশ: এই মহাকাব্যে চারবার অভিশাপের প্রসঙ্গ এসেছে। প্রথম সর্গে পুত্রার্থী রাজা দিলীপ সপত্নীক কুলগুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে গেলে মুনি জানান যে, কোনো এক সময় দিলীপ দেবলোক থেকে পৃথিবীতে আসার সময় পথমধ্যে সুরধেনু সুরভিকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেননি বলে সুরভি তাঁকে অভিশাপ দিয়েছেন –
অবজানাসি মাং যস্মাদতস্তে ন ভবিষ্যতি।
মত্প্রসূতীমনারাধ্য প্রজেতি ত্বাং শশাপ সা।[6]
পঞ্চম সর্গে গন্ধর্বতনয় প্রিয়ম্বদ অভিমান প্রকাশ করার অপরাধে মতঙ্গ মুনির দ্বারা অভিশপ্ত হন –
মতঙ্গশাপাদবলেপমূলাদবাপ্তবানস্মি মতঙ্গজত্বম্।[6]
অষ্টম সর্গে মহর্ষি তৃণবিন্দুর দুশ্চর তপস্যায় দেবরাজ ইন্দ্র শঙ্কিত হয়ে তপোবিঘ্নের জন্য সুরাঙ্গনা ইন্দুমতী হরিণীকে পাঠালেন। তপোবিঘ্নের চেষ্টা করা মাত্রই মহর্ষি অভিশাপ দিলেন –
তপঃপ্রতিবন্ধমন্যুনা প্রমুখাবিষ্কৃতচারুবিভ্রমাম্।
অশপদ্ভব মানুষীতি তাং শমবেলাপ্রলয়োর্মিণা ভুবি।।[6]
নবম সর্গে পুত্রবধশোকে কাতর অন্ধক মুনির দশরথকে অভিশাপ প্রদান করেন।
সোঽভূত্পরাসুরথ ভূমিপতিং শশাপ বৃদ্ধঃ।।[6]
দিষ্টান্তমাপ্স্যতি ভবানপি পুত্রশোকাদন্ত্যে বস্যহমিবেতি তমুতবন্তম্।।[6]

মেঘদূত: প্রভু কুবেরের কোনো এক যক্ষ প্রিয়তমার সান্নিধ্যে অধিককাল যাপনের আকাঙ্খায় কর্তব্যে অবহেলা করে। ফলস্বরূপ ক্ষুব্ধ কুবের তাকে এক বছরের জন্য প্রিয়াবিরহের অভিশাপ দিয়ে রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত করেন।
কশ্চিত্ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু।।[7]

বিক্রমোর্বশীয়: এই নাটকের তৃতীয়াঙ্কের প্রারম্ভে বিষ্কম্ভক অংশে ভরত উর্বশীকে অভিশাপ দেন। *লক্ষ্মীস্বয়ংম্বর* নাটকে উর্বশী লক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয় করছিল। তাঁর সংলাপে তিনি 'পুরুষোত্তম'-এর জায়গায় তাঁর প্রণয়ী পুরুরবার নাম উচ্চারণ করেন। ফলে অভিনয় নষ্ট হয় এবং তিনি অভিশপ্ত হন।[8]

অভিজ্ঞানশকুন্তল: এই নাটকে দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে গান্ধর্ব রীতিতে বিবাহ করে রাজধানীতে ফিরে যান। প্রতীক্ষারত শকুন্তলা দুষ্যন্তের চিন্তায়

গভীরভাবে নিমগ্ন থাকায় আশ্রমে আগত অতিথি মহর্ষি দুর্বাসার অভ্যর্থনা করতে ব্যর্থ হন এবং মহর্ষি তাকে অভিশাপ দেন –

বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা
তপোধনং বেত্সি মামুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন বোধিতোঽপি সন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব।।[9]

অভিশাপের নৈতিক বিশ্লেষণ

সমাজকে সুন্দর করে চালাতে গেলে প্রয়োজন নৈতিক শিক্ষার। আর সামাজিক মানুষের চরিত্রের মধ্যেই প্রতিফলিত হয় নৈতিকতা। নৈতিক মূল্যবোধের অভাব ব্যক্তিকে নিজের কর্তব্যবোধ থেকে বিচ্যুত করে। সাহিত্য হল সমাজের দর্পণ। সাহিত্যে প্রতিফলিত নীতিশিক্ষা অনায়াসেই মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে। তাই মহাকবি কালিদাসের কাব্যে-নাটকে বর্ণিত অভিশাপ সেই নৈতিক মূল্যবোধের কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় মানে ব্যক্তির তথা সমাজের অবক্ষয়[10]।

কালিদাসের সাহিত্যে চরিত্রেরা যখনই সম্মানীয়ের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করেছে তখনই তারা শাস্তি স্বরূপ অভিশাপ পেয়েছে। নিজের ঔদ্ধত্যের গরিমায় অন্যের ধর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে গেলেই শাস্তি পেতে হবে। তাই *কুমারসম্ভব*-এ মদনদেব অন্য ধর্মকে আহত করতে গিয়েই অভিশপ্ত হয়েছেন। সম্মানীয়কে সম্মান প্রদান নৈতিক মূল্যবোধের গোড়ার কথা। মহারাজ দিলীপ গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করতে যাচ্ছিলেন বটে কিন্তু তিনি পূজ্য অর্থাৎ সম্মানীয়কে সম্মান না দিয়েই তা করেছেন বলে অভিশাপ পেয়েছেন। নিজের কর্তব্য পালনে অটল থাকা হল নৈতিক শিক্ষা। কিন্তু কামনার বশবর্তী হয়ে কর্তব্যে অবহেলা করলে বিপর্যয় নেমে আসে। *মেঘদূত*-এর যক্ষ কর্তব্যে অবহেলার কারণেই শাপগ্রস্ত হয়েছেন। ঠিক একই শাস্তি বর্ষিত হয়েছে উর্বশীর উপর। মনের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অভিনয়রূপ কর্তব্যে অবহেলার জন্য তাকে শাপ পেতে হয়েছে। আবার *অভিজ্ঞানশকুন্তল* নাটকেও কামনার বশবর্তী হয়ে পতিচিন্তায় নিমগ্ন শকুন্তলা আশ্রমধর্মরূপ কর্তব্যে অবহেলার কারণে অভিশপ্তা হয়েছেন। সুতরাং মহাকবি কালিদাস তাঁর কাব্যে-নাটকে অভিশাপের মাধ্যমে পাঠক সমাজকে কর্তব্যে অবহেলা, পূজ্যের অসম্মান, ঔদ্ধত্য প্রদর্শন ইত্যাদি অনৈতিক শিক্ষাকে বর্জন করার বার্তা দিয়েছেন।

অভিশাপের দার্শনিক বিশ্লেষণ

মহাকবি কালিদাস অভিশাপকে কেবল আখ্যানগত কৌশল বা কাব্যিক সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্র হিসেবে নয় দার্শনিক ভাবনা প্রতিফলনের ক্ষেত্র হিসেবে দেখিয়েছেন। ত্যাগ ও ধৈর্যের মাধ্যমেই আত্মোপব্ধি সম্ভব। কামদেবের দগ্ধ হওয়া আত্মসংযমের গুরুত্ব প্রতিপাদন করে। আত্মনিয়ন্ত্রণ ছাড়া যে মোক্ষ বা মুক্তি লাভ সম্ভব নয় সেই বার্তা *কুমারসম্ভব*-এ স্পষ্ট। কামদেবের দহনের মধ্যে ভোগের উপর ত্যাগের বিজয় প্রতিফলিত হয়েছে। স্মৃতিভঙ্গ বা নির্বাসন মায়ার এক রূপ, যা জীবনের অনিত্যতা ও সম্পর্কের ক্ষণভঙ্গুরতাকে নির্দেশ করে। যক্ষের অভিশাপ ও শকুন্তলার অভিশাপের মাধ্যমে কবি সেই দার্শনিক ভাবনাকে তুলে ধরেছেন। যক্ষের অভিশাপের মাধ্যমে নিজের সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে বেরিয়ে বিশ্বাত্মাকে অনুভব করার বার্তা দিয়েছেনকবি। আবার তীব্র ভোগবাসনার আকাঙ্খা যে সুখকে দুঃখে পরিণত করতে পারে তা কবি উর্বশীর অভিশাপের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। নিয়তির বিধানে কৃতকর্মের ফল প্রতিটি মানুষকেই ভোগ করতে হয়[11]।

কেননা কর্ম ও কর্মফল কার্যকারণ সম্বন্ধযুক্ত। তাই শকুন্তলার আতিথ্যরূপ কর্তব্যে বিস্মৃতির ফল হল দুর্বাসার অভিশাপ। কালিদাস বুঝিয়েছেন অভিশাপ কারোর উপর কখনো অকারণে পড়ে না এটি ব্যক্তির পূর্বকৃত কর্মের সরাসরি ফলশ্রুতি। কালিদাসের কাব্যে অভিশাপ কেবল শাস্তি নয়, আত্মশুদ্ধি ও আত্মোপলব্ধির এক দুঃখকর মাধ্যম। শকুন্তলা ও দুষ্যন্ত উভয়েই যাতে ভোগ ও বিচ্ছেদক্লিষ্ট অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রকৃত ভালোবাসার মূল্য বোঝে তার জন্যই তাদের উপর অভিশাপ বর্তেছে। কেননা অভিশাপ ব্যক্তিকে নিজের অজ্ঞতা, অহংভাব ও অবহেলা থেকে মুক্ত করার পথ দেখায়। মানব জীবনে দৈব, সংস্কার ও ধর্মের গভীর সংযোগ আছে, শাপ সেই সংযোগের স্মারক। অভিশাপের মাধ্যমে কবি দেখিয়েছেন জগতে একটি সুস্পষ্ট ন্যায়বিচার কাজ করে এবং সকলেই সেই মহাব্যবস্থার অংশ। কবির কাছে শাপ কালের পরীক্ষার এক দার্শনিক রূপক। শাপের কারণে বিচ্ছেদ ঘটে, কষ্ট আসে, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই কষ্ট সহ্য করে চরিত্রগুলি নৈতিকভাবে উন্নততর হয়। এটি ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও অপেক্ষা রূপ সাধনার পরীক্ষাস্বরূপ। সুতরাং মহাকবি কালিদাস তাঁর সাহিত্যে অভিশাপের রূপকে ভোগ অপেক্ষা ত্যাগের গুরুত্ব, জীবনের অনিত্যতা, সম্পর্কের ক্ষণভঙ্গুরতা, জীবাত্মা থেকে বিশ্বাত্মায় উত্তরণ, কর্মফল, কর্তব্যের ন্যায়বোধ, আত্মোপলব্ধির উপায় প্রভৃতি দার্শনিক ভাবনাগুলিকেকাহিনির কাঠামোর মধ্যে উপস্থাপন করেছেন[12]।

তবে এই নৈতিক বোধকে উপস্থাপন করতে গিয়ে কালিদাস সাহিত্যের সৃজনশীল ও নান্দনিক বোধকে ব্যহত করেননি।

উপসংহার

মহাকবি কালিদাসের সাহিত্যে অভিশাপের তাৎপর্য হল শাপমোচন। অভিশাপকে তিনি শাপমোচনের শাশ্বত মঙ্গল উপাসনার উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অভিশাপ কেবল কাহিনির নাটকীয়তা বৃদ্ধির জন্য নয়, বরং মানবজীবনের অন্তর্নিহিত সত্য, নৈতিক শিক্ষা ও দার্শনিক উপলব্ধির মূর্ত প্রতীক। কর্মফল, স্মৃতির অনিত্যতা, প্রেমের বিশুদ্ধতা এবং মুক্তির আকাঙ্খার চিরন্তন ছায়া কালিদাসের অভিশাপ আখ্যানগুলির মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। মানুষের জীবনে কখনো কখনো বিপর্যয় নেমে আসে তাকে পরীক্ষা করার জন্য। আর এই বিপর্যয়ের মোকাবিলা করে উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়েই মানুষ শিক্ষা লাভ করে। কালিদাস তাঁর অভিশাপবৃত্তান্তগুলির মাধ্যমে একথাই স্মরণ করিয়েছেন যে, বিপর্যয় হল নৈতিক শিক্ষাকে অবমাননা করার করুণ ফল। আর বিপর্যয়কে স্বীকার করে তা থেকে উদ্ধার হওয়ার মাধ্যমেই আত্মোপলব্ধি সম্ভব। সুতরাং কালিদাসের সাহিত্যে অভিশাপের তাৎপর্য অনুধাবন করলে নৈতিক শিক্ষা ও আত্মশুদ্ধির ধারণা সবকালে প্রাসঙ্গিক ভাবে লাভ করা যাবে বলে শোধকর্তার অভিমত।

তথ্যসূত্র References

1. Tagore Rabindranath (2014). Sanchayitā, Visva-Bharati Publication. Kolkata, p 411. ISBN: 978-81-7522-047-8

2. Sen Prabodhachandra (1996). Bhāratatmā Kavi Kālidāsa. Dey's Publishing, Kolkata, pp 3-4.

3. Chakraborty Satyanarayan (2012). Abhijñānaśkuntalam, Sanskrit Pustak Bhandar. Kolkata, pp 122-125. ISBN: 978-93-83368-25-9

4. Sharma Janakinath (2009). Rāmāyana, Gita Press. Gorakhpur, pp 8-11. ISBN: 978-81-29302-43-4

5. Pansikar Basudev Laxman Shastri (1935). Kumārsambhaba. Pandurang Jawali, Bombay, pp 70-73.

6. Bandyopadhyay Ashok Kumar (2014). Raghubamsha. Sadesh, Kolkata, pp 64-66.

7. Chakraborty Satyanarayan (2013). Meghadūta-o-Saudamini. Sanskrit Pustak Bhandar, Kolkata, pp 122-125. ISBN: 978-93-83368-07-5

8. Unni N. P. (2014). Vikramorvaśīya. New Bharatiya Book Corporation, Delhi, pp 30-32. ISBN: 978-81-83152-30-3

9. Kale M.R. (2017). The Abhijñānaśkuntalam of Kālidāsa. Motilal Banarsidass, Delhi, pp 120-122. ISBN: 978-81-208-0282-7

10. Mukhopadhyay Aparajita (2015). Byakticaritra Ebong Naitikatā. Mahabodhi Book Agency, Kolkata, pp 21-25.

11. Vasudevananda (2000). Śrīmadbhagavadgītā. Udvodhan Karyalay, Kolkata, pp 185-187. ISBN: 81-8040-237-1

12. Mandal Pradyut Kumar (2018). Bharatiya Darshan. Progressive Publishers, Kolkata, pp 30-63. ISBN: 81-8064-024-8